আন্দোলনের চাপে নতি স্বীকারে বাধ্য হলো বেকা গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ

আদমজী ইপিজেড এলাকায় বেকা গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইলস্ মিলস্ লি. এর মালিক বেপজার দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের যোগসাজোশে আইন অমান্য করে কারখানাটি পরিচালিত করে আসছে। ৭ তারিখের মধ্যে বেতন দেয়ার কথা থাকলেও গত ২ বৎসর কর্তৃপক্ষ ১৫-২০ তারিখের আগে বেতন পরিশোধ করতো না। ওভার টাইম করানো হলেও টাকা দেয়া হতো না। মাতৃত্বকালিন ছুটি দিলেও স্বাক্ষর রেখে টাকা দেয়া হতো না। এককথায় শ্রমিকদের কোন ন্যায্য অধিকারই দেয়া হতো না। মালিক-কর্তৃপক্ষের সাথে এসব ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে বেপজার ডেপুটি ম্যানেজার, কাউন্সিলরদের যোগসাজশে শ্রমিকদের হুমকিধামকি দিয়ে বাহির করে দেয়। শ্রমিকরা ঈদুল আগে মালিকের সাথে কথা বলতে চাইলে তারা জানায় ঈদের আগে আলোচনা করবে না। ঈদের আগে চলতি মাসের ১০-১৫ দিনের বেতন পরিশোধ করার বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা থাকলেও মালিক ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন দিতে পারবে না বলে জানায় এবং ঈদের পরে ৭ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধের কথা বলে। শ্রমিকরা বেতন না পাওয়ায় ঈদ করতে পারেনি।

ঈদের পর শ্রমিকরা কাজে যোগদান করে। ৭ তারিখে বেতন দেয়ার কথা থাকলেও মালিক জানায় সে কখন বেতন দিতে পারবে তা বলতে পারবো না। তখন শ্রমিকরা ১২ সেপ্টেম্বর মালিক-কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, বেপজার জিএম আদমজী ইপিজেড, পুলিশ সুপার শিল্প পুলিশ-৪ আদমজী ইপিজেড, সিদ্ধিরগঞ্জ থানাসহ সকল সরকারি কর্মকর্তার নিকট ১২ দফা দাবি দিলে মালিক বেআইনিভাবে সেদিনই কারখানা বন্ধ ঘোষণা করলে শ্রমিকরা গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট এর নেতৃত্বে বন্ধ কারখানা খুলে দেয়াসহ ১২ দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে। শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে মালিক ১৬ সেপ্টেম্বরে কারখানা খুলে দিলেও ৩৭ জন শ্রমিকদের নামে বেআইনীভাবে সাময়িক বরখাস্তের নোটিশ দেয় এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে। আন্দোলনরত শ্রমিকরা ১৭ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দেয়। জেলা প্রশাসক ১৯ সেপ্টেম্বর শ্রমিক প্রতিনিধি এবং বেকা শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির নেতাদের সাথে আলোচনা করে আদমজী ইপিজেড কর্তৃপক্ষের জিএমকে ৩৭ জন বাদে বাকি শ্রমিকদের কাজে যোগদানের ব্যবস্থা করতে বলে। শ্রমিকরা কথা মতো ২০ সেপ্টেম্বর কাজে যোগদান করার উদ্দেশ্যে গেলে পুনরায় বেপজার কর্মকর্তা এবং মালিক-কর্তৃপক্ষ জোর করে সাদা কাগজে স্বাক্ষর রেখে কাজে যোগদানের কথা বলেন, শ্রমিকরা স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে তাহাদেরকে কাজে যোগদান করতে দেয়া হয়নি। ফলে শ্রমিকরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। শ্রমিকরা ২৪ সেপ্টেম্বরে নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শ্রমমন্ত্রীর বরাবর স্বারক লিপি প্রদান করে। ২৬ সেপ্টেম্বরে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি এবং ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রেসক্লাবের সামনে অনশন কর্মসূচি পালন করে। শ্রমিকদের অনশন কর্মসূচির মুখে বেপজা কর্তৃপক্ষ, শিল্প পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে সমঝোতা বৈঠকে শ্রমিকদের দাবিসমূহ মেনে নেয়া এবং আইনানুগ পাওনাদি পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানানো হয়। বেকা গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইলস্ মিলস্ এর শ্রমিকদের অবস্থা প্রমাণ করে প্রচলিত শ্রম আইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইপিজেড এলাকায় কর্মরত শ্রমিকদের প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া শ্রমিকদের দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে চুক্তি বাস্তবায়ন করে আইনানুগ পাওনাদি পরিশোধের আহবান জানান।